যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৫ আগস্ট ২০২৫, ০৯:০৯ এএম

শেষ পাতা

জকসু নির্বাচনসহ দুই দাবি

জবি শিক্ষার্থীদের উপাচার্য ভবনে তালা

জবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনসহ দুই দাবিতে রোববার দুপুর ৩টায় উপাচার্য ভবনে তালা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। পরে তারা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এর আগে বেলা ১২টায় তারা উপাচার্যের কক্ষের সামনে ‘ব্রেক দ্য সাইলেন্স’ কর্মসূচি পালন করেন।

তাদের দাবিগুলো হলো-জকসু নির্বাচনে নীতিমালা চূড়ান্ত করা ও রোডম্যাপ ঘোষণা এবং সম্পূরক বৃত্তি।

অবস্থান কর্মসূচি পালন করা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, আমরা দুই দফা দাবি নিয়ে বসেছি। প্রশাসনের নীরবতা ভাঙতেই এ কর্মসূচি। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিগুলো দীর্ঘদিন ধরে আটকে আছে। কেন এই দীর্ঘসূত্রতা তা শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি একেএম রাকিব বলেন, আমরা অনেক সময় দিয়েছি। মে থেকে এক-দুই মাসের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রশাসনের অদক্ষতার কারণে তা হয়নি। আমরা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নামছি। আমাদের দাবি ছিল, বিশেষ সিন্ডিকেট ডেকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা। কিন্তু প্রশাসন তা করেনি।

জবি শাখা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) সদস্য সচিব শাহিন মিয়া বলেন, আমরা এক বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছি। দৃশ্যমানভাবে এই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উপাচার্য ভবন ছাড়ব না।

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একমত। তাদের দাবি যৌক্তিক। জকসুর চূড়ান্ত নীতিমালা এখনো হাতে পাইনি, তবে কমিটি কাজ করছে। আশা করছি শিগগিরই হাতে পাব। নীতিমালা পেলে মঙ্গলবার (কাল) সিন্ডিকেট সভায় পাশ করব। এরপর বুধ বা বৃহস্পতিবার ইউজিসিতে পাঠানো হবে। অধ্যাদেশ এলেই রোডম্যাপ ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

সম্পূরক বৃত্তির বিষয়ে তিনি বলেন, আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন হবে।